দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গনে

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রধান শিক্ষক একটা বিদ্যালয়ের কেন্দ্র বিন্দু। তিনিই বিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক। একজন শিক্ষকের চেয়ে একজন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। বিদ্যালয় জীবনে প্রধান শিক্ষককে সৌরমন্ডলের সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গৌরদাস হালদার তাঁর এক বইয়ে।

প্রধান শিক্ষকের কাজের পরিধি ব্যাপক হলেও তার কাজকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় Teaching, administration, Supervision এবং Co-ordination. প্রধান শিক্ষক একজন শিক্ষক। তাকে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি মাঝে মাঝে পাঠদানও করতে হয়। তার পাঠদান হবে সম্পূর্ণ আলাদা। তাকে একটি আদর্শ পাঠদান পদ্ধতি বের করতে হবে যা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য আদর্শ হতে পারে।

এতে প্রধান শিক্ষকের প্রতি অন্যান্য শিক্ষকদের শ্রদ্ধা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও সৃষ্টি হবে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক প্রশাসন পরিচালনার গুরুদায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের। অফিস রেকর্ড, হিসাব রক্ষণসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মসূচী ও কর্মপন্থা তত্ত্বাবধায়ন করাও তাঁর দায়িত্ব। একটি বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিভিন্ন পথ ও মতের শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক। এদের সবার মাঝে সমন্বয় ও সংহতি বজায় রাখাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরও পরিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাও প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সবকাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সত্যিই কষ্টকর। এছাড়াও প্রধান শিক্ষককে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, শিক্ষার্থীদের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি। এ সমস্যাগুলোও সমাধান করতে হবে প্রধান শিক্ষককে। সর্বোপরি একজন প্রধান শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ একজন শিক্ষক তাঁকে হতে হবে আত্মবিশ্বাসী, সদালাপী সৎ, চরিত্রবান, বন্ধুসুলভ সহানুভূতিশীল ও সুসংগঠক।

—নূরুল ইসলাম শেফুল

বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষায় শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৯৮৬ সনের বিসিএস পরীক্ষা চলতি বৎসর ৭ এপ্রিল শুরু হতে যাচ্ছে। জানা যায়, এই পরীক্ষা শেষ হবার পর পরই ১৯৮৭ সনের বিসিএস পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য আহবান করা হবে। বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি-এর যে কোন একটিতে ১ম বিভাগ অথবা স্নাতক শ্রেণীতে ২য় বিভাগ। অর্থাৎ দেখা যায়, যেসব ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি, বা এইচ, এস, সি-এর যে কোন একটিতে প্রথম বিভাগ অন্য দু'টিতে তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে তারা বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার যারা এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি-এর উভয়টিতে ৩য় বিভাগ পেয়ে শুধুমাত্র স্নাতক শ্রেণীতে ২য় বিভাগ পেয়েছে তারাও উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে বিভাগ ভিত্তিক (ডিভিশন) পয়েন্টের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, স্নাতক পর্যায়ে যাদের মাত্র ৪ পয়েন্ট আছে তারা বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অথচ যাদের ৫ পয়েন্ট আছে তারা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

যেমন ঃ এসএসসি (৩য় বিভাগ)+এইচএসসি (৩য় বিভাগ)+স্নাতক (২য় বিভাগ)=১+১+২=৪ পয়েন্ট। এরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এসএসসি (২য় বিভাগ)+এইচএসসি (২য় বিভাগ)+স্নাতক (৩য় বিভাগ)= ২+২+১=৫ পয়েন্ট, এরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সাধারণতঃ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পয়েন্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিসিএস (প্রশাসন) একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। স্নাতক পাস সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ না দেয়া হলেও যারা এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি-এর উভয়টিতেই ২য় বিভাগ পেয়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরও বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া উচিত। অতএব, যারা এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি, উভয় পরীক্ষায় ২য় বিভাগ পেয়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারাও যাতে বিসিএস (প্রশাসন) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি।

—জাকির হোসেন